চমকের মধ্য দিয়েই শুরু ক্লিনটনের সফর

রেজোয়ানুল হক মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ 'এয়ারফোর্স ওয়ান' সম্পর্কে অনেক কিছু জানার পর কেউ ভাবতেও পারেনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন অমন একটি ছোট এবং দৃশ্যত সাধারণ আকাশযান থেকে নেমে আসবেন। কিন্তু তিনি তাই করলেন এবং এই চমকের মধ্য দিয়েই সোমবার দিনব্যাপী তাঁর বাংলাদেশ সফর শুরু হয়। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শহরের দিকে রওনা দেয়ার জন্য গাড়িতে ওঠার সময়ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটান। সে কথায় যাবার আগে বিমানবন্দর এলাকার অন্যান্য পরিস্থিতি সম্পর্কে শোনা যাক।

ঢাকায় ক্লিনটনের পৌঁছানোর কথা ছিল সকাল সোয়া দশটায়। কিন্তু তার আগেই খবর পাওয়া যায় তাঁর আসতে এক ঘণ্টা দেরি হবে। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে প্রেসক্লাব থেকে বিমানবন্দর যেতে যেতে দেখা যায় তেজগাঁওয়ে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে শুরু করে বিমানবন্দর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার দু'ধারে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মেইন রোড থেকে বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জ পর্যন্ত রাস্তাটুকুতে ওরা ছিল আরও বেশিসংখ্যক, একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে, হাতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ছোট কাগজের পতাকা, চোখেমুখে অনেক পরিচিত কিন্তু অদেখা এক অতিথিকে বরণের অভিব্যক্তি।

এই অতিথিকে বরণ করার জন্য ভিভিআইপি লাউঞ্জকেও মনোরম করে সাজানো হয়েছিল। লাউঞ্জের ছাদে সারিবদ্ধভাবে উড়ছিল বাংলাদেশ ও মার্কিনী পতাকা, ছাদের কারনিসে লাল ব্যানারে সাদা হরফে লেখা ছিল 'স্বাগতম হে মহান অতিথি'। লাউঞ্জ এবং টারমাকের মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশাল প্রতিকৃতি।

মিঃ ক্লিনটন উড়োজাহাজ থেকে নেমে ভিভিআইপি লাউঞ্জে ঢোকেননি কিন্তু তবুও এই লাউঞ্জে নজিরবিহীন কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছিল। বেসামরিক ব্যক্তিদের যাদেরকেই সেখানে যেতে হয়েছিল তাদেরকে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস কর্মীদের কাছে নিরাপত্তার কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। বিশেষ করে সাংবাদিকদের ক্যামেরাসহ অন্যান্য জিনিসপত্র আমেরিকা থেকে আনা ডগ স্কোয়াডের বিশালদেহী কুকুর দিয়ে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করা হয়। ওই সময়ই জানা যায়, এসব কুকুরেরও ব্রিগেডিয়ার, মেজর ইত্যাদি র‍্যাংক রয়েছে।

সোমবার ভোরে দিনের আলো ফোটার পরপরই রাজধানী হঠাৎ করেই প্রথমে কুয়াশায় ছেয়ে যায়, তারপরই হাল্কা বৃষ্টি নামে। তবে ক্লিনটনের উড়োজাহাজটি ঢাকার মাটি স্পর্শ করার বেশ আগে থেকেই আবহাওয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল ঝলমলে হয়ে ওঠে। ক্লিনটনের আগে জিয়ায় দুটো উড়োজাহাজ অবতরণ করে। সোয়া দশটায় নামে হোয়াইট হাউস মিডিয়া টিমের দুই শতাধিক সদস্যকে বহনকারী বৃহদাকার নর্থওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের একটি এয়ারক্রাফট। এ দলে নিউইয়র্কে কর্মরত দু'জন বাংলাদেশী সাংবাদিকও ছিলেন। ১১টা ১০ মিনিটে নামে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী নিরাপত্তা কর্মীদের বহনকারী মার্কিন বিমানবাহিনীর ছাই রঙা উড়োজাহাজ। এরপর শুরু হয় 'এয়ারফোর্স ওয়ান'-এর জন্য প্রতীক্ষা।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের সময় তাঁকে বহনকারী 'এয়ারফোর্স ওয়ান' নামে ভুবন বিখ্যাত উড়োজাহাজ আছে দু'টি যা বোয়িং-৭৪৭ এয়ারক্রাফট। এতে অকল্পনীয় সব সুযোগ সুবিধা আছে বলে ইতোপূর্বে পত্রপত্রিকায় বহু খবর প্রকাশিত হওয়ায় এটি দেখতে কেমন সে ব্যাপারে সবার মধ্যে প্রচণ্ড কৌতূহল এবং নানা কল্পনা কাজ করছিল। তাই ১১টা ২০ মিনিটে ফড়িংয়ের মতো দেখতে অর্ধেক সাদা অর্ধেক নীল রঙের একটি ছোট আকাশযান, যার গায়ে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা, নম্বর ৫০০৫০ লেখা ছিল, সেটি বিমানবন্দরের রানওয়েতে নামার পর ভাবাই যায়নি ওতে করেই ক্লিনটন এসেছেন। টারমাকের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে নামার পর সেটি থেকে প্রথমে যে ক'জন নামলেন তাঁদের মধ্যে শুধু মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডিলিন অলব্রাইটকেই চেনা গেল। ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে গেছেন উড়োজাহাজটির দিকে। ১১টা ২৬ মিনিটে দীর্ঘদেহী হাস্যোজ্জ্বল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ধীরপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলে সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটে।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মিঃ ক্লিনটনকে প্রথমে অভ্যর্থনা জানান ঢাকাস্থ মার্কিন দূত জন সি হোলজম্যান। খানিকটা তফাতে দাঁড়ানো রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এরপর তাঁকে স্বাগত জানান। সিরাজগঞ্জের গৌরী আরবান স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী, বাঙালী রমণীর চিরায়ত পোশাক শাড়ি পরিহিত ছোট্টমণি সরণী বিনতে কবীর অবন্তী 'ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ' বলে ক্লিনটনের হাতে তুলে দেয় ফুলের তোড়া। তার সাথে করমর্দন করে ক্লিনটন ফুল এবং অবন্তীকে বিউটিফুল বলে প্রশংসা করেন। এ সময় টারমাক থেকে নিরাপদ দূরত্বে কামান দাগিয়ে ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে সামরিক কায়দায় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আরেক দফা স্বাগত জানানো হয়। এরপর ক্লিনটনকে দেয়া হয় লালগালিচা সংবর্ধনা। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী টারমাকে আগে থেকেই স্থাপিত মঞ্চে ক্লিনটনকে নিয়ে যান, তাঁদের পিছনে ছিলেন তিনবাহিনী প্রধান। সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সমন্বয়ে গড়া একটি চৌকস দল এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় দু'দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। তিনি নিচে নেমে গার্ড পরিদর্শন করেন। প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের মেজর তারেক আহমেদ চৌধুরী এ পর্বটির নেতৃত্ব দেন। গার্ড অব অনার শেষে মিঃ ক্লিনটন টারমাকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচিত হন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন। ছাই রঙা স্যুট, সাদা শার্ট ও লাল টাই পরিহিত মিঃ ক্লিনটনকে পুরো সময় জুড়েই হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। মন্ত্রী কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় শেষে গাড়িতে ওঠার আগে তিনি পাশেই সমবেত সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাত নাড়েন এবং তাঁদের অনুরোধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবির জন্য পোজ দেন। অনতিদূরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে এ সময় তাকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায়।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী জিয়া থেকে হেলিকপ্টারে করে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এবং সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যাবার কথা ছিল মিঃ ক্লিনটনের। কিন্তু টারমাকে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকা মার্কিন পতাকাবাহী কালো রঙের দুটি লিমোজিন দেখে ধারণা করা হচ্ছিল তিনি গাড়িতে উঠবেন। গাড়িতে তিনি ওঠেন বটে তবে এ ক্ষেত্রেও একটি চমক ছিল। লিমোজিন দুটোর কোনটিতেই না উঠে তিনি একটি নিশান জীপে উঠে বসেন যেটিতে কোন পতাকা ছিল না। লিমোজিন দুটো তাঁকে অনুসরণ করে যার একটিতে তাঁর সঙ্গে আসা অনেকটা তাঁর মতোই দেখতে সাদা চুলের এক মার্কিনকে বসে থাকতে দেখা যায়। পরে জানা যায় এটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি কৌশল।

'এয়ারফোর্স ওয়ান' নামে পরিচিত উড়োজাহাজটি কেন ঢাকায় এলো না এ নিয়ে বিমানবন্দরে লোকজনের মধ্যে আলোচনার অন্ত ছিল না। এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে হোয়াইট হাউসের এক মহিলা কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, ঢাকায় প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গীদের সংখ্যা অল্প, সম্ভবত সে কারণেই তিনি ছোট উড়োজাহাজে করে এসেছেন। সেটিকে 'স্পেশাল প্রেসিডেন্সিয়াল জেট' হিসাবে উল্লেখ করে তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট যে উড়োজাহাজেই ভ্রমণ করেন সেটিই 'এয়ারফোর্স ওয়ান' হয়ে যায়।

এই আকাশযানটি ১১টা ৩ মিনিটে বাংলাদেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করার পর চারটি জঙ্গীবিমান সেটিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসে। বিমানবন্দরের উপরে পৌঁছানোর পর সেগুলোর পরিবর্তে পাহারার দায়িত্ব নেয় মার্কিন মেরিন হেলিকপ্টার। মিঃ ক্লিনটন বিমানবন্দরের ২৫ মিনিটের আনুষ্ঠানিকতা সেরে সড়ক পথে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পৌঁছানো পর্যন্ত এই হেলিকপ্টার ছায়ার মতো তাঁর গাড়িকে অনুসরণ করে। মিঃ ক্লিনটন প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পৌঁছানোর পথে রাস্তার দু'ধারে সমবেত স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও ঢাকার বিপুল সংখ্যক নাগরিকের স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা পান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে অবস্থান করার সময় বাইরে রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের ভিড় দেখে মনে হচ্ছিল বিশ্বের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই অতিথিকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা খুব খুশি।

জয়পুরার সব আয়োজন মুহূর্তেই ভেস্তে গেল

সাব্বিরুল ইসলাম/হরেরাম দাস, জয়পুরা থেকে জয়পুরার মানুষ ঘুমাতে পারেনি উত্তেজনায়। রবিবার সারা রাত যেন জেগে ছিল গ্রামটি। স্বপ্নের অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন রাত পোহালেই পরের দিন যে গ্রামে ছুটে যাবেন, সেখানে এমনই তো হওয়ার কথা। কিন্তু ক্লিনটন কথা রাখেননি। জয়পুরায় তাঁর নির্ধারিত সফর বাতিলের খবর যখন এসে পৌঁছাল, আশাভঙ্গের বেদনায় মুষড়ে পড়লেন গ্রামবাসী। এক মাসের সব আয়োজন প্রস্তুতি যেন মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ভেস্তে গেল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফর উপলক্ষে চিরচেনা জয়পুরা গ্রামটিকে চোখের সামনে বদলে যেতে দেখেছেন গ্রামবাসী। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায়, টিভির পর্দায় গ্রামের ছবি। গ্রামের ছোট্ট শিশু ঝন্টু রাজবংশী হয়ে উঠেছিল সবার ঈর্ষার পাত্র। ক্লিনটনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে তারই তো জিজ্ঞাসা করার কথা ছিল– "হাউ ডু ইউ ডু'! কথা ছিল ব্র্যাক স্কুলে ঝন্টুর সহপাঠীরা নেচে-গেয়ে বরণ করবে ক্লিনটনকে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য আবদুল জলিলের বাড়িতে লাগানো হয়েছিল সোলার প্যানেল। ক্লিনটন সুইচ টিপে সোলার প্যানেলের বিদ্যুতচালিত বাতি জ্বালাবেন– এমন কথা ছিল। জুম্মন খাঁর বাড়িতে গ্রামীণ ফোনের টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছিল। এখান থেকেই গ্রামীণ ফোনে ক্লিনটন তাঁর স্ত্রী হিলারির সঙ্গে কথা বলবেন বলে পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ক্লিনটনের নির্ধারিত সফর বাতিল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ভেস্তে গেল। সোমবার সকালে উঠে গ্রামবাসী জানলেন, ক্লিনটন আসবেন না। কেন আসবেন না– সে উত্তর দেয়ার কোন লোকও যেন জয়পুরায় নেই।

সোমবার ভোর হতেই ক্লিনটনকে এক নজর দেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসছিল জয়পুরা গ্রামে। অনেকে আগের দিন এসে এই গ্রামের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে রাত যাপন করেছেন। সোমবার সকালে খবর এলো, ক্লিনটন আসছেন না। হতাশায়, আশাভঙ্গের বেদনায় যেন মুষড়ে পড়ল পুরো গ্রাম। মার্কিন দূতাবাস এবং সরকারের লোকজন জানালেন, ক্লিনটন আসতে পারছেন না, তবে গ্রামবাসীকে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে নিয়ে যাওয়া হবে ক্লিনটনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। ঢাকা থেকে গাড়ি এলো। ঢাকায় যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হলো গ্রামবাসীর মধ্যে। গ্রামে ক্লিনটনের আগমন উপলক্ষে যে কুঁড়েঘরগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলোও নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকায়। বারিধারায় মার্কিন দূতাবাস প্রাঙ্গণে কৃত্রিমভাবে সাজানো হবে জয়পুরা গ্রাম, সেই সাজানো গ্রামে ক্লিনটন দেখা করবেন গ্রামবাসীর সঙ্গে।

আশাভঙ্গের বেদনার মধ্যেও একটাই সান্ত্বনা জয়পুরাবাসীর– ক্লিনটন না এলেও গ্রামের উন্নতি তো হয়েছে। ক্লিনটন আসবেন বলে রাতারাতি গ্রামটিতে রাস্তাঘাট হয়েছে, দেশজোড়া পরিচিতি মিলেছে। সেটাই বা মন্দ কি?